

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফসল সংগ্রহ উত্তর এবং ফসল সংগ্রহ পরবর্তী শস্য ব্যবস্থাপনার উপর শুধুমাত্র ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৩টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

(১) প্রযুক্তির নাম : আলুর দাঁদ (Scab) রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- বীজ আলু কোল্ড স্টোরেজ থেকে সংগ্রহের পরে স্প্রাউটিং এর পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে
- আলু চাষের জমিতে পরিমিত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে
- সহজলভ্য এ প্রযুক্তিটির সাহায্যে আলুর দাঁদ রোগ দমন করে আলুর মান ও ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।

(২) প্রযুক্তির নাম : আলুর কাটুই পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন এর সাথে কার্বোফুরানের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- কাটুই পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন এর সাথে কার্বোফুরানের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী
- সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + ফুরাডান ৫জি (কার্বোফুরান) ২০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরীর সময় এবং শেষ সেচের পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে
- এই প্রযুক্তি দ্বারা আলুর কাটুই পোকা সহজেই দমন করা যায় এবং আলুর মান ভালো হয় ও ফলন বাড়ে
- বাংলাদেশে আলুর চাষযোগ্য সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য।

(৩) মুখীকচু উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- প্রতি হেক্টরে গোবর ০৬ টন, ইউরিয়া ২৬০ কেজি, টিএসপি ১০০ কেজি, পটাশ ২৩০ কেজি, জিপসাম ৮০ কেজি ব্যবহার করতে হবে।
- মুখীকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মানসম্পন্ন ফসল পাওয়া যাবে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
- গাজীপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়াসহ মুখীকচুর চাষাবাদ হয়ে থাকে এমন সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

(৪) পানিকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- প্রতি হেক্টরে গোবর ১৫ টন, ইউরিয়া ৩০০ কেজি, টিএসপি ১৫০ কেজি, পটাশ ৩০০ কেজি, জিপসাম ১১০ কেজি ব্যবহার করতে হবে।
- পানিকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মানসম্পন্ন ফসল পাওয়া যাবে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
- গাজীপুর, বগুড়া, জয়পুরহাটসহ পানিকচুর চাষাবাদ হয়ে থাকে এমন সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

